Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা বিনতে শামিম

রোলঃ 228020005

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা বিনতে শামিম

রোলঃ 228020005

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা বিনতে শামিম, আইডিঃ 228020005 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ফাতিমা বিনতে শামিম

আইডিঃ 228020005

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১। ভূমিকা 5

২। জন্ম ও বাল্যকাল 6

৩। নৈতিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 7

৪। নবুয়তের প্রাপ্তি ও দাওয়াতি জীবন 8

৫। মক্কা ও মদীনার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট 9

৬। রাসূল (সা.)-এর আদর্শ শাসনব্যবস্থা 10

৭। নৈতিকতা, ক্ষমাশীলতা ও মানবিক গুণাবলির দৃষ্টান্ত 11

৮। সিরাহর গুরুত্ব ও আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা 12

৯। উপসংহার 13

১। ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর জীবনচরিত তথা সিরাহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা যা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, বরং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুসরণযোগ্য।

এই থিসিসে আমরা তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, নবুয়তের প্রাপ্তি, দাওয়াতি জীবন, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, শাসনব্যবস্থা, নৈতিক গুণাবলি ও আধুনিক সমাজে সিরাহর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করব।

২। জন্ম ও বাল্যকাল

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। মা আমিনা তাঁকে জন্ম দেন এবং ছয় বছর বয়সে তিনিও ইন্তেকাল করেন। এরপর দাদা আবদুল মুত্তালিব ও পরে চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় তিনি একজন গোত্রনেতার মতোই দয়ালু, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাই সমাজে তাঁকে “আল-আমিন” নামে ডাকা হতো।

৩। নৈতিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নবুওয়তের পূর্বেই রাসূল (সা.) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বাসযোগ্য এবং সদাচারী মানুষ।তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, কাউকে ধোঁকা দিতেন না এবং গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করতেন।

তিনি ছিলেন সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে সম্মানিত। একজন আদর্শ তরুণ হিসেবে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক সততা, দানশীলতা ও সহনশীলতা দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেন।

৪। নবুয়তের প্রাপ্তি ও দাওয়াতি জীবন

৪০ বছর বয়সে রাসূল (সা.) নবুয়ত লাভ করেন। হেরা গুহায় ধ্যানে থাকাকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) প্রথম ওহী নিয়ে আসেন। তিন বছর গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করেন।

তিনি তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও নৈতিকতা প্রচার করেন। কুরাইশরা তাঁর বিরোধিতা করে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সাহসের সাথে দাওয়াত চালিয়ে যান।

৫। মক্কা ও মদীনার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

মক্কা ছিল গোত্রভিত্তিক নেতৃত্বে পরিচালিত, যেখানে নারীদের প্রতি অবমাননা, জুয়া, মদ্যপান, সুদ ও অনৈতিকতা প্রচলিত ছিল। মদীনায় ইহুদি, আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। রাসূল (সা.)-এর আগমনে মদীনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৬। রাসূল (সা.)-এর আদর্শ শাসনব্যবস্থা

রাসূল (সা.) মদীনায় ‘মদিনা সনদ’ প্রণয়ন করেন যা ছিল সহাবস্থান ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ। তিনি পরামর্শমূলক শাসন চালান, সবার অধিকার নিশ্চিত করেন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
তিনি ক্ষমতাবান হয়েও বিনয়ী ছিলেন এবং বিচার ব্যবস্থায় সবাই সমান ছিলেন।

৭। নৈতিকতা, ক্ষমাশীলতা ও মানবিক গুণাবলির দৃষ্টান্ত

রাসূল (সা.) ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। মক্কা বিজয়ে শত্রুদের ক্ষমা করে তিনি দয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাইফে পাথর খেয়ে আহত হয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে দোয়া করেন।
তিনি ছিলেন দয়ালু, বিনয়ী, এবং শত্রুর প্রতিও সদয়।

৮। সিরাহর গুরুত্ব ও আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা

আজকের সমাজে সিরাহ হলো নৈতিকতা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও মানবিকতার আদর্শ। নারীর অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং সুশাসনের প্রতিটি স্তরে সিরাহ এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

সিরাহ চর্চা মানেই নিজের আত্মশুদ্ধি এবং সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।

৯। উপসংহার

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন শুধু ইতিহাস নয়, এটি একটি কার্যকরী দিকনির্দেশনা। আধুনিক সমাজে মানবতা, ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি ও নৈতিকতার অভাব যখন প্রকট, তখন তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সিরাহ আমাদের জীবনের জন্য একটি জীবনবিধান।